মাদাম তুসোর পুতুল-বাড়ি

অচিন্ত্যকুমার নন্দী

এবারেও লন্ডনে এসে খুব ব্যস্ততার মধ্যে কাটাচ্ছে সুদীপ। সন্ধের পর টিভিটা খুলতে, দেখতে পেল মাদাম তুসোতে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর মোম-মূর্তির উদ্বোধন হচ্ছে। সেই কবে প্রায় দু-যুগ আগে লন্ডনে প্রথমবার এসে একবার যাওয়া হয়েছিল। তারপর ইচ্ছা থাকলেও আর হয়ে ওঠেনি অথচ প্রতিবারই লন্ডনে এসে যাবার ইচ্ছা জাগে। মাদাম তুসোয় কি শুধুই ইতিহাসের শোভাযাত্রা সাজানো আছে? সুদীপ যেন ধীরে ধীরে নষ্টালজিয়ায় আচ্ছন্ন হল ঃ

জার্মান লুফ্‌ৎহানস্‌া প্লেনটা দমদম ছেড়ে ঘন্টা দুই পর যখন করাচী বিমানবন্দরে পৌঁছল তখন সুদীপ যেন কলকাতার বিদায় মুহূর্তগুলোর মধ্যে ডুবে ছিল। করাচী ছেড়ে মধ্য প্রাচ্যের বাহেরিন না কোথায় যখন প্লেন থামলো তখন অন্যান্য সহযাত্রীদের মত তারও ঝিমুনি এসেছিল। শেষ রাতের গরম হাওয়া খেল কায়রো বিমানবন্দরে। তারপর একটানা যাত্রা রোমের দিকে। চোখে প্লেনের জানালা দিয়ে আসা রোদের হাল্‌কা ঝলক লাগতেই বাইরে তাকিয়ে দিগন্তের কাছে ফিকে হলদে সূর্য দেখতে পেল। বেশ কিছুক্ষণ সূর্য যেন মাটি ছেড়ে ওঠবার নাম করলো না। দেখতে দেখতে রোমের লিওনার্দো দা ভিঞ্চি বিমানবন্দর। রোমের ঠান্ডা সকাল, নেমে মনে হল 'এলেম নতুন দেশে' - আবার ওড়ো। ফ্র্যাঙ্কফুর্টে বিমান বদল করে লন্ডনের পথে জীবনের প্রথম বিমান যাত্রা তাও পনের-ষোল ঘন্টা কেটে গেছে। অবিশ্রান্ত জেটধবনির মধ্যে কান ও মাথা ভারী লাগছে। ভারতীয় ওয়াই. এম. সি. এ হস্টেলের ঠিকানা আর চিঠি পকেটে। বুঝতে পারলো আগস্ট মাসের বেলা চারটেকে ঠিক বিকেল বলা যায় না, আঃ যদি কেউ রিসিভ করতে আসতো কী যে ভালো লাগতো। ওয়াইএম. সি. এ পৌঁছতে প্রায় ছটা বাজলো। ট্যাক্‌সির ভাড়া মেটাতেই প্রায় পকেট খালি হবার জোগাড়। ভাগ্যে আর এক সহযাত্রী ছিল, হস্টেলে ঘর পেয়ে জিনিসপত্র রাখতেই সাপারের ঘন্টা বাজলো, কাউন্টারেই বলে দিয়েছিল সন্ধে ছটায় সাপার আরম্ভ হবে। চটপট একতলার ডাইনিং হলে পৌঁছল। ওর মনে হচ্ছিল সবই যেন একটা ভাসা ভাসা ঘটনা ঘটে যাচ্ছে কেমন একটা অবসাদ অথচ ঠিক ঘুমভাব নয়, সেদিন শনিবার। উইক এন্ড। খাবারঘর প্রায় ফাঁকা। সে খাবার নিয়ে কোণের একটা টেবিল বেছে নিল। অন্যমনস্কভাবে সুপের বাটিতে হাত দিল, 'বসতে পারি?' শব্দে একটু চমকে উঠলেও সামলেও নিয়ে মুখে হাসি এনে বললো, 'নিশ্চয়ই। বসুন।' ভদ্রমহিলার মুখটা চেনা, গলার স্বরটাও পরিচিত। ঠিক কী যেন ওর নাম - মাথার মধ্যে চিন্তাটা খেলে যাচ্ছিল।

'কী চিন্‌তে পারলেন না তো? আমি কিন্তু দেখেই আপনাকে চিনেছি। প্লেনে চড়ে নিশ্চয়ই মাথা ভারী লাগছে আর কানজোড়ায় তালা লেগে গেছে, না? সাস্‌পেন্সে রাখ্‌ব না, আমি অপর্ণা বোস। কলেজে আপনাদের পরের বছরের। আপনাদের গ্রুপ আর আমাদের গ্রুপ বেশ কিছুদিন একসঙ্গে ক্লিনিক্‌স্‌ করেছিলাম। 'দাদু'র ওয়ার্ড করা মনে পড়ে?' আচমকা যেন ঘুম ভেঙে গেল সুদীপের' অপর্ণা, মানে পনি, পনিটেল চুল বাঁধতে বলে তোমার ঐ নিক্‌নেম আমরা দিয়েছিলাম - মনে আছে?' 'বাবাঃ থাকবে না আবার। এখন তো ঐ ঘোড়ার মতো ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছি। দূর দৃষ্টি ছিল বটে আপনাদের। তবে কুকর্মটি যে আপনার সেটা যথাসময়ে কানে উঠেছিল।' খেতে খেতে কথা হচ্ছিল। 'পরীক্ষার জন্যে ক'মাস হস্টেলে

রয়েছি, বহুদিন তো কোনও যোগাযোগ নেই আপনার সঙ্গে। অবশ্য উভয় তরফেই গলদ। আপনারা তো দেশের শক্ত মা টিতে পা রেখে দিব্যি উন্নতির মইয়েতে উঠেছিলেন। আর, আমরা না ঘরকা, না ঘাট্কা। কেউ ইউ কে, কেউ স্টেট্স, ক ানাডা, অষ্ট্রেলিয়া, আফ্রিকা, পাপুয়া-নিউগিনি কোথায় নয় মশাই। মাঝে মাঝে অবশ্য দু চারদিন দেশে কাটিয়ে আসা - মুখ বদলাবার মত।'

খাওয়া শেষ, হলও ফাঁকা। অর্পণা জিজ্ঞেস করলো 'পৌঁছনর খবর বাড়িতে পাঠিয়েছেন?' 'না এখন করবো।' 'টেলিগ্র ামই কন। ফোনে কলকাতা পাওয়া বেশ ঝামেলা, লন্ডন, বোম্বে কোনও অসুবিধা নেই। বম্বে থেকে কলকাতা প্রায়ই যোগ াযোগ করতে পারে না কবে যে সোজা ডায়াল করলেই কলকাতা পাওয়া যাবে কে জানে।' তারপর একটু থেমে বললো, 'টেলিগ্রাফ অফিস জানেন? এই ফিট্জরয় স্কোয়ার থেকে বেরিয়ে ডান দিকে....। ও হরি, আপনি তো এই সবে পদার্পণ করলেন এই দেশে, কী করে জানবেন। চলুন, দেখি', সুদীপ কৃতজ্ঞ বোধ করলো, কলেজ জীবনের অপর্ণা খুব বদলায়নি দেখল।

বাইরে বেতে বেশ রোদ্দুর ছোখে পড়ল। পরিষ্কার আকাশ। সন্ধে হতে দেরি আছে। যদিও ঘড়িতে আটটা বেজে গেছে। ত ারা চুপচাপ হাঁটছিল। বিশাল বিশাল সব বাড়ি। দোকান-পাট বন্ধ হয়ে গেছে। রাস্তায় ভীড় নেই। অপর্ণা ছাড়া সব মুখই নতুন। টেলিগ্রাফ অফিসে পৌঁছে অপর্ণা উর্মিলার নাম আর বাড়ির ঠিকানা জেনে নিল। সুদীপ দেখল টেলিগ্রাম করতে দশ শিলিং লাগলো, টাকাটা দিতে যেতেই হেসে অপর্ণা বললো - 'থাক, ওটা কাছেই রেখে দিন। কফি পকৌড়ার ধারটা তবু কিছুটা শোধ হোক। মোরারজী দেশাইয়ের দেয়া তিন পাউন্ডের বড়লোক। চাকরি-বাকরি করে রাণীর টাকা পান। ত ারপর শোধ করবেন। সুদীপ হেসে ফেলল, হস্টেলে ফিরে এসে অপর্ণা বললো - 'আমি লাউঞ্জে যাচ্ছি। খানিকক্ষণ টিভি দেখব। আপনি ঘরে গিয়ে বিশ্রাম নিন। জানালার পর্দাগুলো টেনে দেবেন, ঘুমোবার চেষ্টা করবেন। ঘড়ির দিকে তাকাবেন না। মাত্র পাঁচ ছ'ঘন্টার রাত এখন। আর কালকের দিনটা ফ্রি রাখবেন। তাড়াতাড়ি ব্রেকফাষ্ট টেবিলে পৌঁছবেন। দেখি ক াকে কাকে জোগাড় করতে পারি, কাল আপনার 'ব্যাপটাইজের ব্যবস্থা করতে হবে।' ওর ঠোঁটে একটা চাপা হাসি খেলে গেল সুদীপ সেটুকু খেয়াল করলো।

শুয়ে ঘুম এলো না। অপর্ণাদের নিয়ে অনেক পুরোনো ঘটনা ভীড় করে আসতে লাগলো। অপর্ণা সেই ধরনের মেয়ে য াদের কর্মের সঙ্গিনী বলা চলে। অসাধারণ মানসিকতায় উজ্জ্বল, পরামর্শদাত্রী ও নিঃস্বার্থ পরোপকারী। সুদীপ ওর কাছে চিরকৃতজ্ঞ। ও আর মা ছিল হরিহর-আত্মা, কিন্তু দুজন দু-মের লোক। ইমোসানাল ও গম্ভীর মা উচচ মধ্যবিত্ত, অতিরিক্ত আত্মসচেতন পরিবারের মেয়ে। মার সঙ্গে সুদীপের সম্পর্ক যখন গভীরতর হচ্ছে, তখন্য অপর্ণা হাসতে হাসতে বলত - দেখুন, আমি কেমন বৃন্দা দূতীর কাজে ওস্তাদ। সেবার যখন ওরা দুজনে ওদের প্রিয় জায়গা ইডেনের প্যাগোডা আর গঙ্গ ার ফ্লোটিং কাফেতে যেত, অপর্ণা যথা নিয়মে অনুপস্থিত..... তারপর শেষ দিকের সেই দিনগুলো, একদিকে বাবা-মা গে াটা পরিবার, বিশেষ করে মা তাকিয়ে আছেন কবে ছেলে ডাক্তারবাবু হয়ে প্র্যাকটিশ শু করবে। তাঁরা একটু স্বাচ্ছন্দ্যের মুখ দেখবেন। সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবার। পড়বার খরচ না লাগলেও হস্টেল খরচ ইত্যাদি তো কম ময় -স্কলারশিপে আর কতটুকু চলে। বাবা তো চেম্বারের জায়গা খুঁজতে আরম্ভ করেছেন। মাদের সমাজ ও পরিবেশ তো সিনেমায় দেখা গল্পের মতো মনে হবে। সেখানে সুদীপই বা কি করে পাত্তা পাবে অথচ মার কাছে ওসব কোনও চিন্তার ব্যাপারই নয়। সুদীপ অপর্ণাকে সব খুলে বললো। অপর্ণা বললো আমি তো সব দেখতে পাচ্ছি, দুজনকেই চিনি। দুই পরিবারকেও জানি, আমি মনে করি না আপনাদের আর এগুনো ভালো। তবে দুজনেই পাছে ভাবেন জেলাসি তাই চুপ করে আছি। আপনি ঠিক সময়ে বলে ভালো করলেন। দেখি কি করা যায়। জানেন তো মিটা বড্ড ইমোসনাল আর বাড়ির বড় আদুরে মেয়ে। বৃন্দ াদূতীকে এবার ভাংচির কাজ করতে হবে..... দেখতে দেখতে সুদীপের ফাইনাল পরীক্ষা হয়ে গেল। ফল বেশ ভালো হল, আর মেডিসিনে আশাতীত। অপর্ণা-মাদের পরীক্ষাও এগিয়ে আসছে। দেখাশোনা একটু কম। সেদিন হাউসস্টাফ কোয়ার্ট ারে - সুদীপ সন্ধাবেলায় রাউন্ডে বেবার জন্যে তৈরি হচ্ছে লার্ডাত্রু ডাক পড়লো। গিয়ে দেখে মার দাদা গম্ভীর গলায় হ

াতে একটা বিয়ের নিমন্ত্রণপত্র ধরিয়ে বললেন - মার বিয়ে। বাবা মার বিশেষ অনুরোধ আসা চাই-ই। পরের দিন অপর্ণার কাছে শুনেছিল পাত্র লন্ডন প্রবাসী ইঞ্জিনিয়ার, মাও পরীক্ষার পর ওখানে চলে যাবে।

সুদীপ মনে মনে খুব ধাক্কা খেলেও সামলে নিল। নিজেকে বোঝাল ও বিলাসিতা তার সাজে না। অপর্ণাও পরীক্ষার পর চ াকরি নিয়ে দিল্লি চলে গেল। এইসব ভাবতে ভাবতে কখন ঘুমের অতলে তলিয়ে গেল।

লন্ডনে তার প্রথম সকাল। ঘুম ভেঙে বেশ হালকা বোধ হল। জানালার পর্দা সরিয়ে দেখল রোদ নেই। তবে বৃষ্টিও নেই। চারিদিক শুন্‌শান্‌। হৈ হল্লা, ঠেলা, রিক্সার ভীড় দেখে অভ্যস্ত চোখে নতুনই ঠেকলো। কোনও পাখির চিহ্ নেই। এদেশে ক াক চিলও নেই নাকি - সুদীপ ভাবলো। কলের জল, দেখল, বেশ ঠান্ডা। লালমার্কা গরম জলের কলেরও সেই অবস্থা। বে াধহয় গরম জল ছাড়া আরম্ভ হয় নি এখনও। ব্রেকফাস্ট রবিবার একটু দেরিতেই শু হয়। অপর্ণা সাড়ে আটটার মধ্যে খাব ার ঘরে আসতে বলেছিলো। ইতিমধ্যে কলে গরম জল এসে গেল। তৈরি হতে সাড়ে আটটাই বাজলো। বেশ হালকা ল াগছিল ওর।

ডাইনিং হল বেশ ফাঁকা। মুখ দেখে বোঝা যাচ্ছে রাতজাগা পড়ুয়ার দল। অপর্ণা এলা হাল্‌কা প্রসাধনের ছাপ। ও-ও নিশ্চয়ই রাত জেগে পড়েছে। টেবিলে এসে শুভেচ্ছা জানিয়ে জিজ্ঞাসা করলো রাতে ঠিক ঘুম হয়েছে কিনা তারপর বললে া - 'চলুন খাবার নিয়ে আসি। তারপর কথা হবে।'

প্রথমে ফলের রস। তারপর দুধ ও কর্ণফ্লেক্‌স্‌ তারপর টোস্ট, মাখন, জ্যাম মার্মালেড আর অপর্ণার দেখাদেখি একজোড়া সেদ্ধ ডিম, ডিমের মাথাটা ভেঙে চামচ দিয়ে ভেতরটা কুরে কুরে খাওয়া নতুন ব্যাপার বইকি। তারপর এক কাপ কফি নিয়ে দুজনে মুখোমুখি বসলো। 'এটাই বোধহয় বৃটিশ ব্রেকফাস্ট, তোমার শুগিরি না থাকলে মুশকিলে পড়তাম।' 'এখনও অনেক বাকি আছে, মশায়, তবে ছাত্রটি দেখছি বেশ বশম্বদ। কলেজ লাইফের গুগিরি করাটা বোধহয় এত দিনে ভুলে গিয়েছেন। এখন অবশ্য কলেজে সত্যিকারের মাস্টারিগিরি করছেন। দেখতে ইচ্ছা করে, এখানে বসেও কিছু কিছু কানে অ াসে বইকি। থাক্‌ কাজের কথায় আসা যাক। দল খারাপ হবে বলে মনে হচ্ছে না। ছ-সাত জন তো হবেই। এলে দেখতে প াবেন, তবে আমায় ঠিক প্লেস করতে না পেরে যেমন হাঁ করে তাকিয়েছিলেনতেমনটা যেন করবেন না। অবশ্যি.....' বলে ও যেন মুচ্‌কি হাসল।

প্রথমেই দেখা হল অমিতাভর সঙ্গে। তারই সহপাঠি ছিল কলেজে। একটা কেমন আড়ষ্ট বোধ করলো। অমিতের ব্যাপারে তার একটা যেন অপরাধবোধ থেকে গেছে। পাশ করে একসঙ্গে বিলেত আসার সব তোড়জোড় হয়েছিল। দেখল, চেহার াটা বেশ ভারিক্কি হয়েছে মাথার সামনের চুলগুলো ওর পাতলা হয়ে গেছে। অমিতই দমকা হাওয়ার মতো তার কিন্তু ভ াবটা উড়িয়ে দিল। বললো 'পৃথিবীটা বড়ো ছোটরে সুদীপ, ঘুরে ফিরে এই ঘাটেই ভিড়লি শেষ পর্যন্ত। জানো অপু লয়েডট্রিস্‌টিনোর টিকিট কাটা হল একসঙ্গে। মা ওকে কী ভালোবাসত। একসঙ্গে যাচ্ছিস বলেই ভরসা। ঐ দামালটার জন্যে বড় ভয় হয় রে। বিদেশ বিভুঁই বলে কথা। তা ওর তো আর জাহাজে ওঠাই হল না, তবে বেশ বড় ঘাটেই নৌকা বেঁধেছে কি বলো। জানিস, গতবার লন্ডন ইউনিভারসিটি কন্‌ভোকেশনে মাস্টারমশাইয়ের কুইনের হাত থেকে ডি. এস. সি. ডিগ্রি নেওয়াটা এখানকার মিডিয়াতে খুব পাব্‌লিসিটি পেয়েছিল। তবে তোর কপাল বেশ ভালো। আমরা এইসব দল বল দেশে থাকলে ভাংচি দিতাম ঠিক। কি বলো, অবু?' অপর্ণা চাপা হাসিতে ফুলে ফুলে উঠছিল। সুদীপ গোড়া থেকেই হাল ছেড়ে দিয়েছিল। চুপ করে রইল, বুঝল মুখ খুললেই বিপদ, খুব হালকা লাগছিল তার মনে হলো যেন আট দশ বছর আগের দিনগুলোতে ফিরে গেছে।

ঝির ঝিরে বৃষ্টি আরম্ভ হল বাইরে, অপর্ণা লাউঞ্জের জানালার দিকে তাকিয়ে বললো, 'তোমরা গল্প করো, আমি বরং

দেখি আর কে কে হাজির হয়' বলে বেরিয়ে গেল, সুদীপ বুঝলো ও ইচ্ছা করেই সরে গেল। বেশ গুছিয়ে বসে বললো - 'তুই কেমন আছিস আমি আমার তো অনেক খবর রাখিস বুঝছি। কিন্তু তুই কোথায় যে ভ্যানিস হয়ে গেলি। এদেশ ফেরত অনেকের কাছেই খোঁজখবর করেছি। সবই উড়ো উড়ো খবর। ঠিকানাও জোগাড় করতে পারিনি, গত ক'বছর অবশ্য হাল ছেড়ে দিয়েছিলাম। তুইও নিশ্চয়ই মাঝে মাঝে দেশে গিয়েছিস কিন্তু কোনও যোগাযোগ করিসনি, অনেক কথাই তো জমে আছে।' 'সে সব হবেখন, এখন প্রথম কটা দিন তোর একটা কালচার ব্লকের মধ্য দিয়ে যাবে, চটপট কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা করবি, বুঝলি?'

সুদীপ বুঝলো অমিত অনেক কিছুই এড়িয়ে গেল তবে তার প্রতি পুরোনো উষ্ণতা এখনও বজায় আছে দেখে বেশ কৃতজ্ঞ বোধ করলো মনে মনে, একটু পরেই অপর্ণা ঢুকলো সঙ্গে তিনজন। ভদ্রলোক, ঘন ব্যাকব্রাস করা চুল। ঠোঁটের কোণে পাইপ। বছর ছয় সাতের একটি ছেলে। হাতের ব্যাগের এক গাদা বই না খাতা বুঝতে পারলো না। তৃতীয় জন মহিলা চিনতে, বিন্দুমাত্র কষ্ট হল না। বুকের মধ্যে ধুকপুকানি একটু বাড়লো নাকি? নিজের মুখ অবশ্যই দেখতে পেলো না। খালি দেখলো অমিত আর অপর্ণা বার বার তার আর মার মুখের দিকে তাকাচ্ছে। 'আসুন, আলাপ করিয়ে দিই।' অপর্ণা বললো 'ইনি মিঃ সেন। লন্ডন ট্রান্সপোর্টের অফিসার - আর ইনি সুদীপ মুখার্জী।' ভদ্রলোক দাঁতে পাইপ চেপে হাত বাড়িয়ে দিলেন - 'হা ডু য়ু ডু' সুদীপ তাড়াতাড়ি হাত তুলে বললো, 'নমস্কার' ভদ্রলোক ঠোঁটের কোণে পাইপ চেপেই বললেন 'পার্স্ট বিজিট? ওয়েলকাম টু লন্ডন। মা এর কথা বোধহয় তোমাদের দলবলের গসিপে আগেই শুনেছি, নয়কি? 'মা মাথা নেড়ে সম্মতি জানালো। ছেলেটা ততক্ষণে একটা চেয়ারে বসে পড়ে কী একটা বইয়ের মধ্যে ডুবে গেছে। অপর্ণা ডাকল 'রণ, মিট আংকল মুখার্জি, 'সুদীপের দিকে চেয়ে বললো - 'রণ, রঞ্জন, মার ছেলে।' রণ বইয়ের পাতা থেকে মুখ তুলে বললে, 'হাই, আংকল।' তারপর আবার বইয়ে ডুবে গেল। এবার অমিত বললো 'সুদীপ, তুমি বৎস আবার বলে বসো না যেন মাকে চেন না! তারপর একটু চিবিয়ে চিবিয়ে বলতে অবশ্য পারো ইয়ে ঠিক প্লেস করতে পারছি না।' এবার কমল এসে একটু মুচকি হেসে বললেন 'তা মশায়, এই যে আপনাদের আলমা মেটারের একটা বাঁধন, এটা আমাদের শিবপুরের যাদবপুরের মধ্যেও আছে, বেশ ভালো লাগে, কি বলেন?' এতক্ষণে মা বলল - 'কেমন আছেন' সুদীপ বললে, 'এতদিন তো ভালোই ছিলাম দেশে সুখে থাকতে এদেশে ভুতের কিল খেতে এলাম কিনা বুঝতে পারছি না।'

টুকরো টুকরো কথায় বেলা বাড়ছিল। অপর্ণা কবার ঘর-বার করে বললো ওরা 'বোধহয় ওয়েদার ইম্প্রুভমেন্ট-এর আশায় অপেক্ষা করছে। পরে ফোন করবে। ভেবেছিলাম, প্রথমে একটা লম্বা চক্কর দেয়া যাবে। তারপর টেমসের পাড়ে ঘোরা যাবে, ওয়েস্ট মিনিষ্টার অ্যাবের ঐ চত্তরটা খুব ভালো লাগে। দেখা যাক্ ওয়েদার গডের মনে কী আছে' সুদীপের দিকে চেয়ে বললো 'জানেন তো কথায় আছে লন্ডনে একদিনেই এদেশের চারটে ঋতু দেখা যায়।' অমিত হাত উলটে বললো 'আমার বাপু কোনও চয়েস নেই। পড়েছি মোগলের হাতে। খানা খেতে হবে সাথে' সবাই এক সঙ্গে হেসে উঠলো। মিঃ সেন কিছুটা অস্থির হলেন, 'কিছু একটা ঠিক করো লং ড্রাইভ আপাতত বাদ। দুপুরে লাঞ্চের পর কপাল খুললে দেখা যাবে, মা, এনি সাজেসসন্স?' মা বললো 'আপাতত মাদাম তুসো, আমি তো ঠিকই করে এসেছি।' 'সত্যিই দেখবার জিনিস', অপর্ণা বললো, 'তুই আগে দেখেছিস নিশ্চয়ই?' মা বললো না, 'অমিতদা, আপনি?' 'না। মানে মফস্বলে মফস্বলেই তো কেটে গেল, সেই পুষি ক্যাটের ছড়াটা জানো তা? রণ নিশ্চয়ই বলতে পারবে। পুষি লন্ডনে বেড়াতে এসেছিল রাণীকে দেখবার জন্য - টু সি দ কুইন। আর আমি তো আসি টু সি দি কুইন্স্ স্কোয়ার - মানে এক্জামিনেশন হল। ওঃ কবে যে দেখা থেকে মুক্তি পাবো' ওর বলার ধরনে সবাই হেসে উঠল। সুদীপ বললে - 'অমিতটা চিরকালই গুড কম্পানী।' অপর্ণা মার দিকে তাকিয়ে বললো, 'তোর হঠাৎ মাদাম তুসো দেখার সখ হলো কেন?' 'এমনি, তাছাড়া রণের ভালো লাগবে অনেক কিছু শিখতে পারবে, সঙ্গে নোটবই, স্কেচবই কী কী সব এনেছে দেখলাম। আচ্ছা, তুই তো অপু কলকাতার মেয়ে। সত্যি করে বলতো, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের ভেতরটা কবার দেখেছিস? আমি ভিক্টোরিয়ার বাইরের বাগানের কথা বলছি না।' অপর্ণা কি কিছুটা ব্লাস করল 'আঃ থামতো মি, কাজের কথা বল।'

মাদের ফোর্ড কটিনাতে আরাম করে সবাই বসলো, সুদীপ দেখলো রাস্তাগুলোয় বেশ ভীড়। মানুষের মধ্যে সাদা, কালো, আর কিছুটা হলদে - এই তিন রঙের মানুষের কথাই জানতো। দেখলো, সাদা সাহেবদের মধ্যেও অনেক রকম রং আছে, স্প্যানিশ ব্রুনেট আর স্ক্যান্ডিনেভিয়ান ব্লাডের মধ্যে রূপের ফারাক অনেক। আবার সাদা আর কালোর মাঝখানে আমরা ব্রাউনরা ছাড়াও বিভিন্ন সেড রয়েছে। - 'প্রায় সবাই টুরিস্ট' মা বললো। পার্কগুলো সুদীপের মন ভরিয়ে দিল। ধূলো বিহীন, ঘন সবুজ গাছ, ঘাসের লন আর নাম না জানা ফুলের সমারোহ - সব মিলিয়ে মনটা ভরে উঠলো।

মাদাম তুসোর সামনে লোকজন ইতিমধ্যেই বেশ জড়ো হয়েচে। অনেক খুঁজে পেতে পার্কিং জোনে জায়গা পাওয়া গেল। অমিত বললো 'কেমন ছত্রিশ জাতের লোক জড়ো হয়েছে দেখছিস। তবে আসল লন্ডনবাসীর দেখা খুব পাবি না। সামারে লন্ডনে নাকি আসল লন্ডনবাসী ছাড়া আর সবাইয়ের দেখা পাওয়া যায়। যেমনটা শুনেছি নাকি কলকাতায় পুজোর সময় হয়।' ঠিক হল, ঠিক একটার সময়ে গেটের সামনে সবাইকে হাজির হতে হবে। তারপর লাঞ্চ সেরে পরবর্তী প্রোগ্রাম ঠিক করা যাবে।

টিকিট কেটে ঢুকে পড়লো ওরা। কিছুক্ষণের মধ্যেই সুদীপ যেন অন্য এক জগতে প্রবেশ করলো, একবার দেখতে পেল দূরে রণ তার খাতা পেন্সিল বার করেছে, পাশেই বাবা মা। কিছুক্ষনের মধ্যেই সবার সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল। সুদীপ যেন পুতুলদের রাজ্যে হারিয়ে গেল। গ্যালারীর পর গ্যালারী। মূর্তিরা সব সাজপোশাকে বড়ই জীবন্ত। গান্ধীজীকে দেখল, পন্ডিত নেহেও নজর কাড়লেন বার্ধক্যের ছাপ সত্ত্বেও, লালবাহাদুর শাস্ত্রীকে দেখে মনটা খারাপ হয়ে গেল। টেনসনে টেনসনেই মানুষটি শেষ হয়ে গেলেন। প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর মূর্তি তখনও আসেনি। ইংলন্ডের রাজারাণীদের জঁাকজমকওলা মূর্তিরা যেন সভা আলো করে আছেন। সঙ্গের পরিচয়লিপি খুবই উপযোগী মনে হল। রাণী প্রথম এলিজাবেথ মন কাড়লেন, ইতিহাসের বইয়ের আড়ম্বর পর্বগুলো যেন জীবন্ত হয়ে উঠল তার কাছে। শেক্সপীয়ার বার্নাড শ আরও কত বিখ্যাত চেনা অচেনা জন মাদাম তুসোর আর্টিস্টদের হাতে অমর হয়ে আছেন। সুদীপ মাঝে মাঝেই ঘড়ি দেখে নিচ্ছিল। ঘুরতে ঘুরতে দেখল নীচে একটা তলা আছে বোধহয় বেশ কিছু বৃদ্ধ-বৃদ্ধা একটা নোটিস দেখেই ফিরে আসছে। বাচ্ছা ছেলেমেয়ে সঙ্গে বাবা মায়েরাও তাদের যে কি মানা করছে। ও এগিয়ে গেল। বেশ অন্ধকার, সিঁড়িতে অতি মৃদু আলো, রাস্তা প্রায় কিছুই দেখা যাচ্ছে না। সে আস্তে আস্তে এগিয়ে গেল। আসেপাশে সব ছায়া ছায়া মানুষ। খুব ধীরে ধীরে চলাফেরা করছে। মনুষ্য কণ্ঠের ফিসফাস এখানে ওখানে। আর মাঝে মাঝে সব, ইস্ ওঃ, হরিব্‌ল - সব টুকরো কথা শোনা যাচ্ছে। অন্ধকার, অচেনা গলিপথ দিয়ে পায়ে পায়ে কোথায় চলেছে কে জানে, একটার পর একটা টরচার সেল, মানুষকে শারীরিক নির্যাতন করা ও মারধর যে কতরকম বীভৎস ব্যবস্থা মানুষই উদ্ভাবন করেছে যুগে যুগে, দেখলে যেন গা গুলিয়ে ওঠে।

সুদীপ যেন সত্যিই নিজেকে হারিয়ে ফেলছিল এক বিষাদাচ্ছন্ন পরিবেশের মধ্যে। হঠাৎ বাঁ হাতে একটা নরম হাতের চাপ লাগতেই যেন সম্বিত ফিরে পেল। অন্ধকার এতক্ষণ বেশ চোখ সওয়া হয়ে গেছে। না হলেও চলত। হাত ও হাতের মালিকের ছোঁয়া তার পরিচিত। আস্তে আস্তে মা আবও কাছে সরে এলো। সুদীপ দাঁড়িয়ে পড়েছে। আলতো ভাবে মা তার কানের কাছে বললো 'চলো'; ধীরে ধীরে তারা একসঙ্গে চলতে আরম্ভ করলো। মা আবার বললো 'ভালো লাগছে না' সুদীপ ভাবলো ওকে বোধ হয় জিজ্ঞাসা করছে মা।বলল 'মন্দ কি এ সবই তো এককালে সত্যি ছিল' মা বললো 'না আমার ভালো লাগছে না বললাম।' 'তাহলে ফিরে চল না।' 'না।' ওরা আবার চলতে লাগলো। মারী আন্তোনিয়েতের গিলোটিনের তলায় মৃত্যু দেখে সুদীপ বললো 'ও কী নিষ্ঠুর' মা বললো 'পাশের ঐ সেলটার চেয়েও? ঐ যে জল্লাদটা সাঁড়াসীর মতো কি একটা যন্ত্র দিয়ে কয়েদিটাকে মারছে। কয়েদিটার মুখটা দেখেছ? মরতে তো অনেক দেরি। আরও অনেক কষ্ট বাকি। ফরাসী রাণী তো তবু গিলোটিনের এক কোপেই খতম'। সুদীপ বুঝতে পারলো মার হাত বেশ গরম। আঙুলগুলো ওর কব্জির ওপর আরও শক্ত হয়ে বসেছে। সে আস্তে আস্তে বললো, 'চলো, ফিরে চলো,' 'না ঠিক আছি মাথাটা ভারী ঠেকছে আমাকে একটু সাপোর্ট দাও। তারপরই হঠাৎ সুদীপের বুকে মাথা গুঁজে বললো - 'জল্লাদটাকে চিন্‌তে পারছো

তো? কয়েদিটা না মরা পর্যন্ত ও তাকে যন্ত্রণা দিয়ে যাবে।'

সুদীপ যেন অবশ হয়ে গেল, বুঝতে পারলো ছাইচাপা আগুন আজ তার বুকে ধরা দিয়েছে। সে আগুন নেবাবার ক্ষমতা তার নেই। সে শুধু বলতে পারলো 'মাফ কোরো মি।'

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com